বঙ্গবন্ধু : জীবন ও কর্ম

Bangabandhu : Life & Work (Political Career)

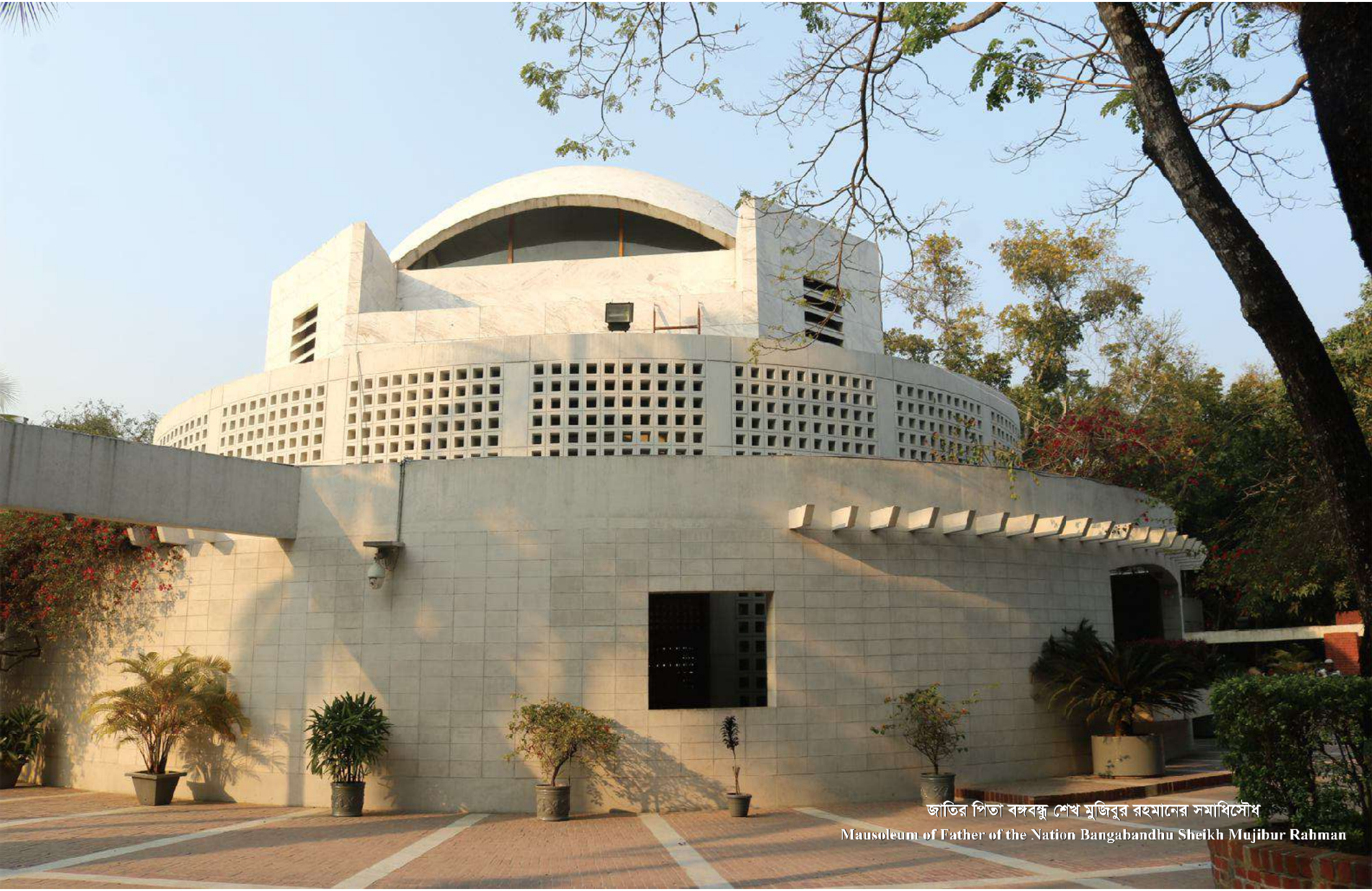

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধ

Mausoleum of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবন

জন্ম ও শৈশব (১৯২০-১৯৩৭)

তখন সময়টা ১৯২০ এর গোঁড়ার দিক। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বাবা শেখ লুৎফর রহমান এবং মা শেখ সায়েরা খাতুনের কোল আলো করে জন্ম নেয় একটি শিশু, তার নাম রাখা হয় শেখ মুজিবুর রহমান। নিকটবর্তী গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শেখ মুজিবের পড়াশোনা শুরু হয়। দু'বছর পরে তিনি গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। কিশোর মুজিবের চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করানো হয়। ফলে ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেননি। পরে তাঁকে ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জে মথুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করানো হয়।

তরুণ মুজিব: মহান নেতৃত্বের শুভ সূচনা (১৯৩৮-১৯৪২)

শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল মথুরানাথ ইন্সটিটিউট মিশন স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। ১৯৩৮ সালে স্কুলটি পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। ছাত্র শেখ মুজিব স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবিতে একটি দল নিয়ে তাদের পথরোধ করেন। এভাবেই মহান নেতৃত্বের শুভ সূচনা হয়। ১৯৪০ সালে যুবক শেখ মুজিব নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। পরবর্তীতে তিনি গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। তৎকালীন সমাজের প্রথা অনুযায়ী যুবক শেখ মুজিব আঠারো বছর বয়সে শেখ ফজিলাতুন্নেছার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। ফজিলাতুন্নেছা ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শদাত্রী।

ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৪৩-১৯৪৮)

এন্ট্রান্স পাশ করার পর তরুণ শেখ মুজিব কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। তিনি এ কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং বাঙালী মুসলিম নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তাঁর ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। তিনি ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সনে শেখ মুজিব কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে গঠিত 'ফরিদপুর ডিসট্রিক্ট এসোসিয়েশন' এর সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর

Glorious life of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

Birth and Childhood (1920-1937)

It was the earlier period of 1920. A child was born to father, Sheikh Lutfar Rahman and mother, Sheikh Saira Khatun in the village of Tungipara of Patgati Union under Gopalganj sub-division in the then Faridpur district. The child was named Sheikh Mujibur Rahman. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started his primary education at the local Gimadanga Primary School. After two years, he was enrolled at Gopalganj Public School and studied there till 1934. Mujib, as an adolescent boy had to undergo eye surgery due to a critical problem in his eyes. So, he could not continue his studies from 1934 to 1937. Later, in 1937, he was enrolled in class seven at Mathuranath Institute Mission School of Gopalganj.

Young Mujib : Auspicious beginning of great leadership (1938-1942)

The political career of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman started when he was a student of Mathuranath Institute Mission School. In 1938, the then Chief Minister, Sher- E- Bangla A. K. Fazlul Haque and Huseyn Shaheed Suhrawardy came to visit the school. Sheikh Mujib, a student of this school with a group of people, blocked their way to demand the repairing of the damaged roof. Thus, a great leader emerged. In 1940, young Sheikh Mujib joined "All India Muslim Students' Federation". Later, he passed Matriculation Examination from Gopalganj Missionary school in 1942. According to the customs of the then society, Young Mujib married Sheikh Fazilatunnesa at the age of 18. Fazilatunnessa was the life partner throughout the joys and sorrows in struggling political career of Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman and an important counsellor as well.

Student leader Sheikh Mujibur Rahman (1943-1948)

After passing Entrance Examination, young Sheikh Mujib got himself admitted into Kolkata Islamia College to study Law. He started active student politics from this college. In 1943, he joined 'Bengal Muslim League' and came close to Bengali Muslim leader, Hossain Shaheed Suhrawardy. At that time, Sheikh Mujib's prime objective behind his student politics was to establish a muslim state named Pakistan. He became a councillor of Bengal Muslim League in 1943. In 1944, Sheikh Mujib was elected the secretary of " Faridpur District Association' formed by the people of Faridpur living in Kolkata. After two years, he became the General Secretary of 'Islamia

ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ দেশ বিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ, যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ছাত্রলীগ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভাষা ও স্বাধিকার সংগ্রামী শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৪৮-১৯৫৪)

দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'-জিন্নাহ'র এ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি মাত্র ২৯ বছর বয়সে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও তৎপরতার কারণে তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দলের জেনারেল সেক্রেটারি (সাধারণ সম্পাদক) নির্বাচিত হন। একই বছরের ১৪ নভেম্বর সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টিতে বিপুল ব্যবধানে বিজয় অর্জন করে, যার মধ্যে ১৪৩ টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করেছিল। শেখ মুজিব গোপালগঞ্জ আসনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয় লাভ করেন। তাঁকে কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু অচিরেই কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেয়।

স্বায়ত্তশাসন ও শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৫৫-১৯৫৮)

১৯৫৫ সালের ৫ জুন শেখ মুজিব আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে তিনি ২১ দফা দাবি পেশ করেন, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের এক বিশেষ অধিবেশনে দলকে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। আইন পরিষদের সদস্য শেখ মুজিব পরবর্তীতে কোয়ালিশন সরকারে যোগ দিয়ে একযোগে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ-এইড দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দলের জন্য সম্পূর্ণ সময় ব্যয় করার তাগিদে ১৯৫৭ সালে ৩০ মে মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা দেশে সামরিক আইন জারি করে সকল ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা

College Students' Union'. In 1947, during the partition of India, Sheikh Mujib obtained his B.A. (Bachelor of Arts) degree from Islamia College under Kolkata University. In 1947, after the separation of British India, Sheikh Mujib came to East Pakistan and got himself admitted into the Dept. of Law at Dhaka University. He founded 'East Pakistan Muslim Chhatra League' on 4 January, 1948 and thus he became a great student leader in this province. Afterwards, 'East Pakistan Muslim Chhatra League' played a prominent role in the liberation war of Bangladesh.

Indomitable leader, Sheikh Mujibur Rahman fighting for language and people's right (1948-1954)

In 1948, after the partition of India, Muhammad Ali Jinnah announced, "Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan". After this declaration, Sheikh Mujib launched strong student protest to establish Bangla as one of the State Languages. On 23 June, 1949 'Awami Muslim League' was established and he was elected Joint -Secretary of the Central Committee of Awami Muslim League only at the age of 29. Because of his political wisdom and promptness, he was elected Secretary General of 'East Pakistan Awami Muslim League' on 9 July,1953. On 14 November, 1953 a decision was taken to form "United Front" for taking part in the general election. A general election was held on 10 March, 1954. In this election, United Front, achieved a great victory by securing 223 seats out of 237 seats. Awami League secured 143 seats. Among them Sheikh Mujib achieved a great victory in Gopalganj Constituency. He defeated his rival candidate by a wide margin. Then, Sheikh Mujib took the charge of Agriculture and Forest Ministry. But the Central Government dismissed the United Front Government arbitrarily.

Autonomy and Sheikh Mujibur Rahman (1955-1958)

On 5 June, 1955, Sheikh Mujib became a member of legislative assembly .He put forward 21 -point program on 17 June, 1955 during a conference in Paltan Maidan demanding autonomy for East Pakistan. At a council session of 'Awami Muslim League', the word 'Muslim' was dropped unanimously from its name to make the party a secular one. Sheikh Mujib was elected Secretary General of Awami League in 1953. As a member of legislative assembly, he joined Coalition Government and became the Minister for Industries, Commerce, Labour, Anti-Corruption and Village-Aid. But he resigned from the cabinet on 30 May, 1957 so that he could spend more time for his party. On 7 October, 1958, the then president of Pakistan, Major General Iskandar Mirza promulgated martial law and banned all types of political activities. The Chief of Pakistan Army Ayub Khan

করেন। মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে ২৭ অক্টোবর মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জাকে সরিয়ে আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। এই বছরেরই ১১ অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান: (১৯৫৮-১৯৬৫)

আইয়ুব খান কর্তৃক সকল ধরনের রাজনৈতিক KgK\Û নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রেক্ষাপটে শুরু হয় গুপ্ত রাজনৈতিক তৎপরতা। অন্যান্য ছাত্রনেতাদের নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান গোপনে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা আদায়ের লক্ষ্যে কাজ করা। সেনা শাসক আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসি প্ল্যান, সামরিক শাসন এবং এক-ইউনিট পদ্ধতির বিরোধী নেতাদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন শেখ মুজিব। ষাটের দশকের মধ্যভাগে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করে তার জনমুখী রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে তিনি তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) প্রধান রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হন।

ছয় দফা দাবি: (১৯৬৬)

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলসমূহের একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনেই শেখ মুজিব তার ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের পরিপূর্ণ রূপরেখা বর্ণিত হয়েছিল। শেখ মুজিব এই দাবিকে "আমাদের বাঁচার দাবী" শিরোনামে প্রচার করেছিলেন। এই দাবির মূল বিষয় ছিল একটি দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত পাকিস্তানী ফেডারেশনে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। এই দাবি সম্মেলনের পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্যোক্তারা প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কারণে তিনি উক্ত সম্মেলন বর্জন করে পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন। তাঁর ছয় দফা দাবির সমর্থনে পূর্ব-বাংলায় ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা: (১৯৬৮)

সেনাবাহিনী কর্তৃক আটক হয়ে দুই বছর জেলে থাকার পর ১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালী সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে যা ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত। মামলায় উল্লেখ করা হয়েছিল যে, শেখ মুজিবসহ এই কর্মকর্তারা ভারতের ত্রিপুরা অঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত আগরতলা শহরে ভারত সরকারের সাথে এক বৈঠকে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা তৈরি করেছে। এতে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামী করা হয় এবং তাঁকে পাকিস্তান ভাগের এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। অভিযুক্ত সকল আসামীকে ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ রাখা হয়। এই মামলাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করে সর্বস্তরের মানুষ শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলের মুক্তির দাবিতে রাজপথে নেমে আসে।

captured power and ousted Iskandar Mirza within only 20 days. Sheikh Mujib was arrested on 11 October, 1958.

Chief leader of East Pakistan- Sheikh Mujibur Rahman (1958-1965)

Secret political activities started in the backdrop of the announcement of banning all political activities by Ayub Khan. Sheikh Mujibur Rahman along with other student leaders formed an association secretly named ' Swadhin Bangla Biplobi Parishad' in order to work for the independence. Sheikh Mujibur Rahman was the prime leader opposing military leader Ayub Khan's basic democracy plan, martial law and one-unit system. During the period of 1960s, Sheikh Mujibur Rahman revived Awami League and became an influential political leader of the then East Pakistan, due to his pro-people political initiatives.

6-Point Movement (1966)

A national conference of opposition parties was held in Lahore on 5 January, 1966. Sheikh Mujib put forward the historic 6-point demands in that conference in which he drew an outline of autonomous government in East Pakistan. Sheikh Mujib called this 'Our Charter of Survival'. The main point was to establish autonomous government in East Pakistan in a Pakistan Federation with a weak central government. The West Pakistan leaders of this conference rejected the demand and denounced Sheikh Mujibur Rahman as a separatist. So, he left that conference and came back to East Pakistan. A mass upsurge rose in the then East Pakistan supporting the 6-point demands of Sheikh Mujibur Rahman.

Agartala Conspiracy Case (1968)

Sheikh Mujibur Rahman was arrested by the Pakistan Army on the issue of 6-point demands. After two years confinement in the Jail, Pakistan Govt. filed a case against Sheikh Mujib along with 34 military and civil officers which is known as the Agartala Conspiracy Case. It was alluded in this case that Sheikh Mujib along with the accused officers made a conspiracy scheme to divide Pakistan in a meeting with Indian government and the meeting took place in Agartala, Capital of the Indian state of Tripura. Sheikh Mujib was described as the prime conspirator of dividing Pakistan. All the accused were confined in Dhaka Cantonment. Terming the case as false, people of all walks of life started agitation and demanded the immediate release of Sheikh Mujib and other accused persons.

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৬৯)

ঢাকা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার বিচারকার্য চলাকালীন ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ৫ তারিখে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাদের এগার দফা দাবি পেশ করে যার মধ্যে শেখ মুজিবের ছয় দফার সবগুলো দফাই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশব্যাপী ছাত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গৃহিত হয়। এই সংগ্রাম এক সময় তীব্র গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। এই গণ আন্দোলনই "ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" নামে পরিচিত। মাসব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের মুখে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। এর সাথে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্তি দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই বছরের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবের সম্মানে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক সভার আয়োজন করে। লাখো জনতার এই সম্মেলনে শেখ মুজিবকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ঘোষণা: (১৯৬৯)

১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান 'বাংলাদেশ' নামে অভিহিত হবে।

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার ফলে সারা দেশে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ এবং সামরিক কর্তারা তাঁকে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে অভিহিত করতে শুরু করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাঙালী সংস্কৃতি ও জাতিগত আত্মপরিচয়ের বহিঃপ্রকাশ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে সমর্থ হন এবং কার্যত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি করে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের নীতির প্রবল বিরোধিতা করেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দেন এবং জনগণকে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মুজিবসহ আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক ও জনসাধারণের অসন্তোষ দমনে ২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে। ২৫শে মার্চের রাতে বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় পাকিস্তানী জান্তা। সামরিক বাহিনীর অভিযান শুরু হলে গ্রেফতারের পূর্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১

Mass Upheaval of 1969: From Sheikh Mujib to Bangabandhu

During the trial of Agartala Conspiricy Case at Dhaka Cantonment, the Central Students' Action Council put forward 11-point demands on 5 January, 1969 that included the 6 point demands of Sheikh Mujib. The Council took the decision to initiate a countrywide student agitation to force the government to withdraw the Agartala Conspiracy Case. This agitation gradually led to the Mass-upheaval of 1969. After months of protest, strikes and agitation, Ayub Khan, the then president of Pakistan withdrew the so-called Agartala Conspiracy Case. Sheikh Mujib and all other co-accused were released. The Central Students' Action Council arranged a reception in honour of Sheikh Mujibur Rahman on 23 February, 1969 at the Racecourse Ground (At present- Suhrawardy Uddyan) in Dhaka. At this meeting of about one million people, Sheikh Mujib was publicly acclaimed as 'Bangabandhu' (Friend of Bengal).

The Declaration of Bangladesh (1969)

On 5 December, 1969 Sheikh Mujib made a declaration at a public meeting held to observe the death anniversary of Hossain Shaheed Suhrawardy that henceforth East Pakistan would be called "Bangladesh". Bangabandhu's declaration heightened tensions across the country. The West Pakistani politicians and the military officers began to describe him as a separatist leader. His assertion of Bangalee culture and ethnic identity added a new dimension on the debate over regional autonomy. Bangabandhu Sheikh Mujib was able to gain support throughout East Pakistan and in fact, he became one of the most influential leaders of Indian Sub-continent.

In the general election of 1970, Awami League under Bangabandhu Sheikh Mujib's leadership achieved a massive victory. The result of this election created polarization between the two factions of Pakistan. The leader of the largest political party of West Pakistan Zulfiquar Ali Bhutto vehemently opposed Bangabandhu Sheikh Mujibar Rahman's demand of greater autonomy. It was on 7 March, 1971 that Bangabandhu Sheikh Mujib called for independence and asked the people to launch a major campaign of civil disobedience. Pakistani President Yahya Khan banned Awami League and ordered the Army to arrest Bangabandhu Sheikh Mujib and other leaders. Pakistani Military launched Operation Searchlight on 25 March,1971 to curb the political and civil unrest. On the night of 25 March, Pakistani junta arrested the undisputed leader of Bangalee Sheikh Mujibur Rahman and took him to West Pakistan Before the arrest, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman in his

সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় বলেন **"এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগ পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক"**। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সারা বাংলার জনমানুষের অংশগ্রহণে শুরু হয় মুক্তির জন্য যুদ্ধ- আমাদের গর্বের মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীনতা: (১৯৭১)

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালী বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। শহীদ হয় লাখো মানুষ, নির্যাতিত হয় ব্যাপক সংখ্যক বাঙালী নারী। সামরিক অভিযানের কারণে সারা বছরজুড়ে অসংখ্য বাঙালী সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ ভারতে তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। বাংলার দামাল ছেলেদের বীরত্বপূর্ণ লড়াইয়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তান বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে। পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় এক দেশ-স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। পাকিস্তানি শাসকবৃন্দ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি মুক্তি দেয়। এরপর তিনি লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন।

রাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু: (১৯৭১-১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পশ্চিমা প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় বাংলাদেশে ৬০ লাখ ঘরবাড়ি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং ২৪ লাখ কৃষক পরিবারের কাছে জমি চাষের মতো গরু বা উপকরণও নেই। যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের জন্য প্রায় সকল রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ওআইসি, জাতিসংঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর অন্তবর্তী সংসদকে একটি নতুন সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেন এবং চারটি মূলনীতি হিসেবে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ঘোষণা করেন যা মুজিববাদ নামেও পরিচিত। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর থেকে নতুন সংবিধান কার্যকর করা হয়। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও কুটির শিল্প উন্নয়নে অগ্রাধিকারমূলক সরকারি অর্থ বরাদ্দের নির্দেশ দেয়া হয়।

declaration of independence on 26 March, 1971 said, "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved". Responding to the call of Bangabandhu, people of all walks of life took part in the liberation war-the war of our pride.

Liberation war, Bangabandhu and Independence (1971)

The Military operation of Pakistan Army turned into severe violence and bloodshed in a short time. With the help of the Rajakars, Pakistan Army killed Bangalee intellectuals, politicians, and student leaders. Millions of people were martyred. Innumerable Bangalee women were raped. Due to military operation, many people of this land crossed the border and took shelter in West Bengal, Assam and Tripura. The members of Awami League under the leadership of Tajuddin Ahmed formed the government of Bangladesh in neighbouring India. The indomitable youth of Bangladesh fought valiantly and thus they defeated the occupation forces of Pakistan. Eventually, Pakistan Army surrendered to the allied forces made of Mukti Bahini and Indian Army on 16 December, 1971. A new nation was born raising its head high independent and sovereign Bangladesh. Pakistani Government compelled to free Bangabandhu on 8 January, 1972. Then He went to London and came back to Bangladesh on 10 January, 1972.

Statesman Bangabandhu (1971-1975)

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman became the Prime Minister of war-torn country. It was published in the western media that 6,000,000 homes of Bangladesh were destroyed during the war and 24 lakh farmers had no cow or other tools to plough the land. After achieving recognition from major countries, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman took initiatives to achieve the membership of OIC, United Nations and Non-Aligned Movement. Bangabandhu made a committee of 34 members to draft a new constitution. In this constitution, there were four major principles i.e nationalism, secularism, democracy and socialism. The new Constitution was made effective on 16 December 1972. In 1973, first 'Five -Year- Developement Plan' was prepared emphasizing the sectors like agriculture, rural infrastructure and cottage industry.

শোকাবহ ১৫ আগস্ট: (১৯৭৫)

বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণমুখী ও রাজনৈতিক দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ যখন বিশ্ব মানচিত্রে একটি মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে যাচ্ছে তখন ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট প্রত্যুষে একদল বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁর পরিবার এবং তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীদের হত্যা করে। কেবল তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা জার্মানিতে অবস্থান করার কারণে বেঁচে যান। ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫ তারিখে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমেদ এর সরকার ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) অধ্যাদেশ জারি করেন। জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে তার বৈধতা দেয়া হয় যা ১২ আগস্ট, ১৯৯৬ তারিখে সংসদে রহিত করা হয়। এর ফলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারকাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় এবং ইতোমধ্যে ৫ অভিযুক্তর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

ঘাতকচক্র ভেবেছিল ব্যক্তি মুজিবকে হত্যার মধ্য দিয়ে তাঁকে বাঙালী জাতির মন থেকে মুছে ফেলা যাবে। কিন্তু ঘাতকের দল জানে না, ব্যক্তি মুজিবকে হয়তো হত্যা করা যায় কিন্তু তার অবিনাশী চেতনা ও আদর্শ আজও বাঙালী জাতির হৃদয়পটে জাজ্বল্যমান এবং তা যুগের পর যুগ বিদ্যমান থাকবে।

Mournful 15 August (1975)

When Bangladesh started to raise its head as a dignified country due to Bangabandhu's people-oriented and fare-sighted leadership a group of treacherous army men killed Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the members of his family and his personal staffs. Only his two daughters- Sheikh Hasina and Sheikh Rehana survived from the attack because they were staying in Germany at that time. On 26 September, 1975 Khondaker Mostaq Ahmad signed the Indemnity Ordinance prohibiting the trial of Bangabandhu's killing. Afterwards, during the tenure of Ziaur Rahman, this Indemnity Ordinance was given legitimacy in the 5th Amendment of the Constitution. On 12 August, 1996 the Indemnity Ordinance was repealed in the parliament. Ultimately the trial of killing of Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman was done and already five culprits were executed.

The brutal killers of Bangabandhu thought that by killing him, they would be able to efface him from the memory of Bangalees. But they did not know that Mujib, a person may be killed but his imperishable spirt ideology are not effaceable. His ideals are still cherished by the people of Bangladesh and this will continue ages after ages.

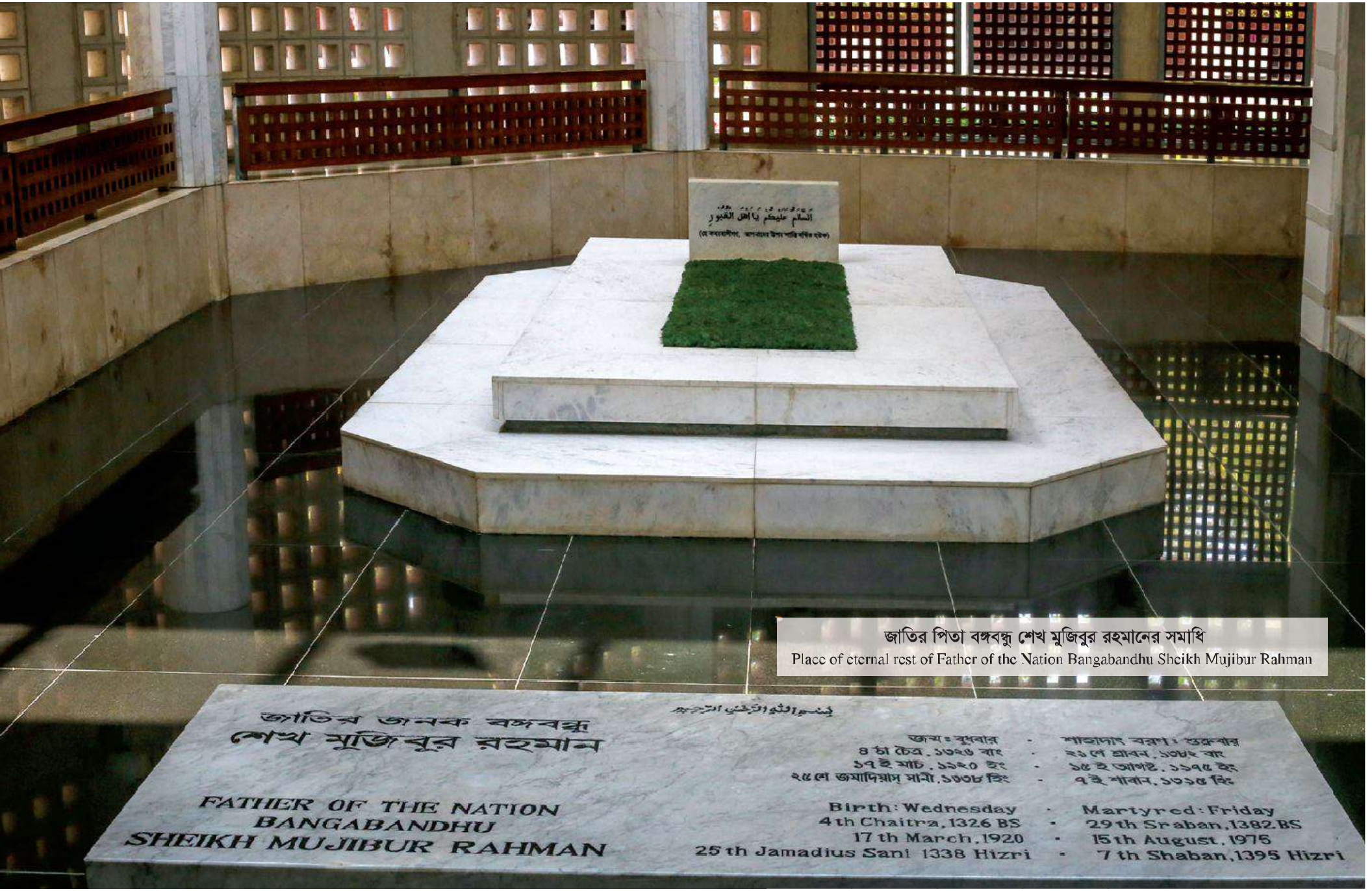

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি
Place of eternal rest of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman

বঙ্গবন্ধুর শৈশবের বিদ্যানিকেতন গিমাডাঙ্গা টুঙ্গিপাড়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় (বর্তমান অবস্থা)
Gimadanga Tungipara Govt. High School (present status)

বঙ্গবন্ধু সমাধিসৌধ কমপ্লেক্সের মূল ফটক | Main Entrance Of the Mausoleum of Father of the Nation

জাতির পিতার বাল্যকালের খেলার মাঠ | Childhood playground of Father of the Nation

জাতির পিতার পরিবারের ঐতিহাসিক ছোট তালাব
Historic Small Pond of the family of Father of the Nation

জাতির পিতার পরিবারের ঐতিহাসিক আদি বাড়ি | Historic old home of the Father of the Nation

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাড়ি
House built by Sheikh Lutfur Rahman, father of Bangabandhu

জাতির পিতার পরিবারের ব্যবহৃত বড় তালাব (পুকুর) | Big Pond of the family of Father of the Nation

জাতির পিতার সমাধিসৌধের সুদৃশ্য লাইব্রেরির খন্ডিত অংশের চিত্র
Partial picture of beautiful library of Mausoleum of the Father of the Nation

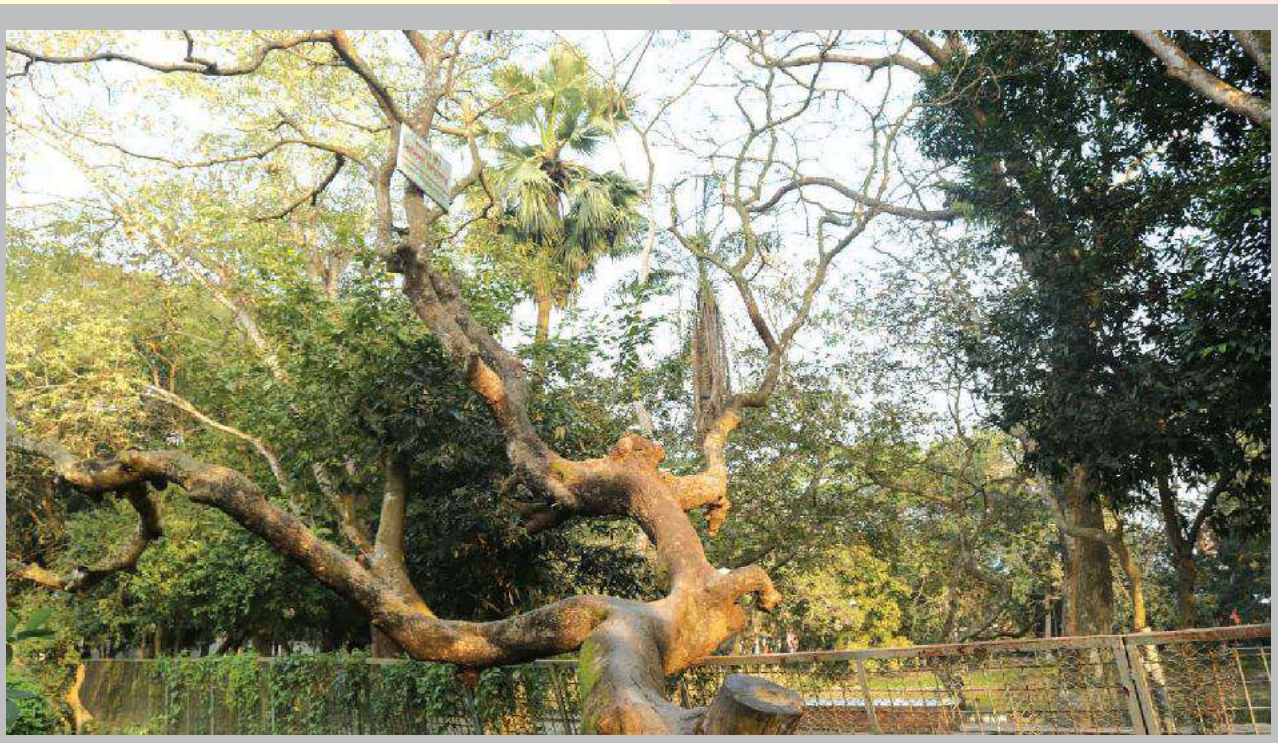

বঙ্গবন্ধুর প্রিয় সেই বালিশা আমগাছ যা আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কথিত আছে বঙ্গবন্ধু এই গাছের ডাল পালাতে দুরন্তপনায় মেতে উঠতেন। পাশেই ছিল তার প্রিয় খেলার মাঠ।

Bangabandhu's favorite Balisha mango tree which is still standing as an evidence of time.
It is said that Bangabandhu used to play on the branches of the tree. His favourite playground was just adjacent to it.

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশবের স্মৃতি বিজড়িত বাঘিয়ার নদী।
এই নদীর ঘাটেই তিনি রকেট স্টীমারযোগে নামতেন এবং বাল্যকালে নৌযোগে যাতায়াত করতেন।

The Baghiar river with which Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman had childhood memories. On this river, he used to go on rocket steamer and travel by boat during childhood.

বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও মাতা শেখ সায়েরা খাতুন এর অন্তিম শয্যা
Place of eternal rest of Bangbandhu's Parents Sheikh Lutfur Rahman & Sheikh Sayera Khatun

সমাধিসৌধ যাদুঘরের দ্বিতীয় তলায় রক্ষিত আছে বঙ্গবন্ধুর কফিন
Coffin of Bangbandhu at 1st Floor at the Museum of the Mausoleum

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত জেলা পরিষদ ভবন। বঙ্গবন্ধু টুঙ্গিপাড়া এলে নেতা কর্মীদের নিয়ে এখানে মিটিং করতেন। বর্তমানে এটি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি পুলিশ ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

District Council Building where Bangabandhu used to attend meeting with the leaders during his stay at Tungipara. Now it is used as Bangabandhu Memorial Police House.

১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত শেখ পরিবারের ঐতিহাসিক মসজিদ (সংস্কারের পর বর্তমান অবস্থা)

Historic Mosque of the Sheikh Family founded in 1884. (present status after renovation)

ঐতিহাসিক হিজল তলা (এই ঘাটে জাতির পিতা শৈশবে গোসল করতেন)
Historic Hijal Tala where Bangbandhu used to take bath in his chilhood

ঐতিহাসিক কোর্ট মসজিদ মোড়। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শের-এ-বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৯৩৮ সালে মথুনারাথ ইনষ্টিটিউট মিশন স্কুল পরিদর্শনকালে স্কুল ছাত্র শেখ মুজিব হোস্টেল ছাদ সংস্কারের দাবীতে এখানে তাদের পথ রোধ করেন।
Historic Court Mosque Moore. In 1938 during the inspection of Mathuranath Institute Mission School the then Chief Minister Sher-E-Bangla A.K. Fazlul Haque and Huseyn Shaheed Suhrawardy were stopped here by student Sheikh Mujib demanding the repairing of the damaged hostel roof.